গণভোটে আজব খেলা

কবি—শ্রীঅবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক—বেনুপদ দে
কলিকাতা-৫

M. A. P. T.

মূল্য দশ পয়সা

শুনেন এবার শ্রোতাগণে শুনেন দিয়া মন,
বাংলা দেশের অবস্থা আমি করে যাই বর্ণন,
বিরাট নির্ব্বাচনে এক মনে ভোট দিয়া ছিল,
বাংলা দেশের জনগণ কি খেলা খেলিল।
খেলার ফলাফল ২ গ্যাড়াকল দেখতে আমি পাই,
নব কংগ্রেস সি, পি, এম, জিতে গেল ভাই।
আর যত পার্টি ছিল গোল্লায় গেল দেখিতে পাই,
পিছে পিছে কাঁদিতে লাগল লেজ গুটাল তাই।
তাদের দুরঅবস্থা ২ নাই ব্যাবস্থা কি হল শেষে,
বাংলাদেশে সি, পি, এম, ও নব খেল দেখাল বসে।
ঐ দিকে ইন্দিরা পাকাহিরা বুদ্ধিমতি বটে,
বশ করিয়া নিয়াছিল অধিক লোককে শেষে।
ভোট জিতে গেল ডুব মরল বাংলার খেকশিয়াল,
পূর্ব্ববঙ্গে ইয়াইথা মরার হল তাল।
আরো বুড্ডা বেটা রামপাঠা সয়তানের চর,
পশ্চিমবঙ্গে সুশীলধারা ভাঙ্গতে চায় ঘর।
বেটা বড় পাজি নয়ত কাজি কি করিবে শেষে,
ঘর পোড়া বুদ্ধি দিয়ে মরল অবশেষে।
পূর্ব্ববঙ্গে মুজিবর করে হুড় খেল দেখাল ভাই,
শাসন ভার হাতে নিল জানতে তবু পাই।
সেযে বাপের বেটা হয় যে মোটা পূর্ব্ববঙ্গ নিয়ে,
পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ভাই শুনেন মন দিয়ে।

অজয়বাবু হল কাবু বাংলা কংগ্রেস করিয়া,
অতুল্ল প্রফুল্ল তরী দিল ভাসাইয়া।
তারপর চৌদ্দদল নিয়া ২ তিনি মন্ত্রীসভা করিল,
ভেবেছিলাম সাধারণের দুঃখ দুর হল।
কংগ্রেস যখন হেরে গেল ২ দুঃখ হল কোটিপতির দলে,
নানারকম কৌশল করি যুক্তফ্রন্টকে ফেলে গ্যাড়াকলে
এবার চারিদিকে ২ আগুন জলে দেখতে তব পাই,
লুটতরাজ রাহাজানি খুন ডাকাতি তাই।
হইতেছে বারে বারে ২ চারিধারে কানে শুনতে পাই,
যুক্তফ্রন্টকে বিপাকে ফেলতে এ চক্রান্ত ভাই।
আরো টাকার লোভে ২ অনেক দল ছেড়ে যায়,
কংগ্রেসের চক্রান্ত ইহা বুঝতে বাকি নাই।
এবার ইন্দিরা গান্ধী ২ করে ফন্দি গদিতে বসিয়া,
চারিদিকে গ্যাড়াকল চালায় কুমন্ত্রণা দিয়া।
করে নানা ফন্দী ২ বড় সন্ধি যুক্তি তারা করে,
সি, পি, এমকে গ্যাকাকলে ফেলতে চায় বারে বারে।
গানশেল ফ্যাক্টরীতে ২ কি ভাবেতে খুনাখুনী হল,
মিলিটারীর গুলিতে বুঝি কতজন মরিল।
মরে কতজনা ২ সর্ববজনা শুনে রাখুন ভাই,
আহত নিহত হল সবাকে জানাই।
তাইত আলিপুরদুয়ারে ২ দুর্গাপুর গুলি চলে ভাই,
কত লোকের প্রাণহানি হয়ে গেল তাই।

ভাইরে শ্রমিক চাষী ২ মরে বসি গুলির আঘাতে,
লণ্ডভণ্ড করবার তরে চিন্তা করে।
তাইত হাহাকার ২ ওঠে আবার চারিদিকে ভাই,
গোলযোগের সৃষ্টি কত দেখতে তব পাই।
এসব ধ্বংসলীলা ২ যায় না বলা কি বলিব ভাই,
বাংলাদেশ রসাতলে কি ভাবেতে যায়।
বাংলার দশা দেখে ২ মনের দুঃখে কেন্দ্রের মন্ত্রীগণ,
এই অবস্থা দেখে তারা বিচলিত হন।
এবার ইন্দিরাজী ২ জগৎ জীবন পরামর্শ করে,
বাংলার অবস্থা দেখে চিন্তিত অন্তরে।
তাই তারা ভাবে ২ এবার যাবে কেন্দ্রের শাসন ভার,
দখলেতে গদী রাখা যাবে না যে আর।
তারপর ধাওয়ান ২ হয়ে অস্থির কার্য্য ভার নিল,
চারিদিকে দেশবাসী আনন্দিত হল।
তোমার ক্ষমতা যেন স্থায় ভাবে চলে,
এইটুকু আশা রাখি মোরা সকলে।
বাংলার দশা দেখে ২ মনের দুঃখে কেন্দ্রের নেতাগণ,
উন্মাদ হয়ে দেখি তারা বিচলিত হন।
তাদের আশা ভরসা ২ সর্বনাশা শেষ হয়ে গেল,
বাঙ্গালীকে বোকা বলে তারা ভেবেছিল।
তাইত ভুরিওয়ালা ২ চুটকীওয়ালা গদী দখল করে,
বাঙ্গালীকে সবদিকেতে ঐ বেটারা মারে।

এবার অজয় বাবু ২ হলেন কাবু বরানগরে,
মার্কসবাদীর উপর দেখি অগ্নিবান ছাড়ে।
এ সব সুশীল মন্ত্র ২ ষড়যন্ত্র মিথ্যা কিছু নাই,
কেরালার পূর্ব্ব আভাস পশ্চিমবঙ্গে পাই।
ভেবে সেই কথা ২ অজয় নেতা হও সাবধান,
জনগণের দায়ীত্ব পালন করে যান।
অজয় গান্ধীর চেলা ২ বম ভোলা অহিংসা ব্রতী,
কার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ কিবা তার গতি।
তিনি গান্ধীবাদী ২ পরেন খাঁদি অতি ন্যায়বান,
নব সাথে কেন হাত মেলাতে যান ?
তখন গদীর লোভে ২ না ভেবে নবর সঙ্গে মিশে,
স্বার্থে আঘাত লাগলে বুঝি গর্জ্জে উঠে রোষে।
এদের ভিতর এক ২ বাহির এক বুঝা নাহি যায়,
কর্ম্মক্ষেত্রে আপনা হতেই রূপ প্রকাশ পায়।
জনগণকে নিয়ে ২ ভুঁয়া দিয়ে পুতুল খেলা ছাড়,
কথা যাহা দিয়াছিলে পালন তাহা কর।
এবার সুযোগ এল ২ সবে চল ঐক্যবদ্ধ হয়ে,
কংগ্রেস এবার উঠে গেল নব কংগ্রেসকে পেয়ে।
কংগ্রেস গেল ভেঙ্গে ২ অতি রঙ্গে দেখতে তব পাই,
দুই দলের দুই নেতা স্থির করিল তাই।
দেখুন ইন্দিরা গান্ধী ২ জানে ফন্দী কৌশল করিয়া,
মোরারজীকে কানে ধরে দিল হটাইয়া।

তাইত মোরারজী ২ দুষ্ট অতি ষড়যন্ত্র করে,
বলদে বলদে তাই রেষারেষি বাড়ে।
হইল সিণ্ডিকেট ২ ইণ্ডিকেট দুই দল হল,
নিজলিঙ্গপ্প খেয়ে ধাপ্পা লিংগ হারাইল।
ওয়াই, বি, চাবন ২ বাঁছাধন সুযোগ সন্ধান করে,
কামরাজ যমরাজ হয়ে গেল পরপারে।
দেখি ভি, ভি, গিরি ২ বলিহারী রাষ্ট্রপতি হল,
সঞ্জীব রেড্ডী রেড়ির তেল গায়েতে মাখিল।
কিন্তু ইন্দিরা ২ পাকা হীরা বুদ্ধিমতী বটে,
বশ করিয়া মন্ত্রীদেরে নিল নিজের জোটে।
সংখ্যাগরিষ্ঠতা ২ সত্যি কথা কৌশল করে হল
সিণ্ডিকেটের কীর্ত্তি দেখি লুপ্ত করে দিল।
ইন্দিরার ঠেলা খেয়ে ২ পালায় ধেয়ে ধূর্ত্ত কামরাজ,
কানা অতুল্য কাঁদতে লাগল পথে বসল আজ।
ধূর্ত্ত কামরাজ ২ যমরাজ যমের বুদ্ধি রাখে,
ইন্দিরার ফাঁদে কিন্তু পড়তে হল তাকে।
করে-কুকর্ম্ম ২ অধর্ম্ম পার্টির দোহাই দিয়ে,
যত গোলমাল দেখি আজি তাহাদের নিয়ে।
এবার সর্ব্বদলের ২ নেতাদেরে করি নিবেদন,
শ্রমিক চাষী গরীবের সহায় যেন হন।

* নমস্কার *

আধুনিক গান। রচনা—বেনুপদ দে

না না না আর কোনদিন বরানগর যাব না
বরানগর আছে সে যে জ্যোতি বাবুর
কাস্তে হাতুরী তারা
শুনছো সুশীল ধারা
তুমিও যাবে না আমিও যাব না
না না না আর কোনদিন বরানগর যাব না
বরানগর আছে ভাইরে জ্যোতি কোম্পানী
সেখানেতে ভোটে দাড়িয়ে ডালত গলেনি
বরানগর ভোটে দাড়িয়ে টাক চুল থাকল না
শুনছো সুশীল ধারা
তুমিও যাবে না আমিও যাব না
এবার পশ্চিমবঙ্গ নির্ব্বাচনে ২য় মুজিবর হতে পারলাম না
না না না আর কোনদিন বরানগর যাব না।

॥ পদাবলী কীর্ত্তন ॥

বাংলা এবার গোল্লায় যায়রে দেশটা যাচ্ছে রসাতলে,
ওযে গদীর লাগি করে রাগারাগি লড়াই বাঁধিয়া গেল।
যত মন্ত্রী হল শুধু দেখা গেল উদর ভরিয়া নিল,
আমরা যে কি করি বলনারে মরছি শুধু অনাহারে।
ছিল প্রফুল্ল সেন মোদের খাওয়াইছেন কাঁচকলা সিদ্ধ করি,
অজয় মুখার্জীর কালে খাইলাম সকলে জব আটা ভূট্টার খিচুরী
কাঁর কথায় আর বিশ্বাস করি এমনি করে যাচ্ছি মরি,
ছিল প্রফুল্ল ঘোষ মহাখুস খাওয়াইছেন দুধের মালাই,
কিছুদিন পরে বুঝিলাম সকলে এ আবার কোন দাওয়াই।

গান—ক্ষুদীরামের সুর

এবার গেল মাগো মুখের হাসি
জ্যোতিবাবুর ফুটল জ্যোতি
রইলনা বাংলায় কোন পার্টি মাগো—
এবার গেল মাগো মুখের হাসি।
এবার গণভোটের ফলাফলে
তের পার্টি গেল রসাতলে মাগো—
আর জনতার রায়ে সি, পি, এম পার্টি হয়ে গেল খুসি
শেষকালেতে মরলাম বটে
জ্যোতিবাবুর ফাঁদে পড়ে মাগো—
ওমা বরাহনগর গিয়াছিলাম ভোট পাইবার আশে
ভোটের আশা বিফল হল. মাগো—
মাথায় আমার বজ্র পড়ল মাগো
ওমা হাতুড়িতে মাথা ভাঙল কেঁদে বেড়ায় শেষে।
এবার আমার কি হাল হবে বল।
আর যাবনা বরানগর শেষ কালেতে যাবনা ঘর মাগো
ওমা বৃন্দাবনে গিয়া আমি বাশরী বাজাব,
এবার আমার কি হাল হবে বল।
সুশীলধাড়ার কথা শুনে বৃদ্ধকালে মরলাম শেষেগো
শেষকালেতে বরানগর ঘাটে ডুবতে হলো।
এবার আমার কি হাল হবে বল।